পাক্ষিক

# আহমদী

দ্বাদশ বর্ষ — ত্রয়োদশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৩৲ — প্রতি কপি—৵০

১৫ই মাহে ওফা—১৩২১ হিঃ, শঃ ] —— [ ১৫ই জুলাই, ১৯৪২ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود -

## ইসলামের শিক্ষার ব্যাপকতা ও কল্যাণ এবং তাহা সঞ্জীবিত করিবার উপায়

## জীবনের প্রত্যেক স্তরে স্তরেই ইসলামের শিক্ষা রহিয়াছে

[ আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি আইঃ ]

( ১২ই এহসান বা জুন মাসের খোৎবার সারমর্ম্ম )

"মানুষ যখন হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই নিজেদের জন্য কিছু নিয়ম-কানুন তৈয়ার করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক দেশ বা জাতিতেই, সেই দেশ বা জাতি সভ্যতার যত নিম্ন বা উচ্চ স্তরেই হউক না কেন, কোন-না-কোন কানুন বা আইন জারি হইয়াছে। এমন কি, যে-সকল জাতির মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্ট নাই সেই সকল জাতির মধ্যেও রীতি বা Customএর আকারে কোন-না-কোন কানুন অবশ্যই আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বর্ত্তমানে ভারতের সীমান্তে কতকগুলি জাতি আছে, তাহাদের কোন বাদশাহ নাই, প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় যাহা ইচ্ছা করিতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও রীতি বা Customএর আকারে কতকগুলি কানুন বিদ্যমান আছে। যথা—কেহ যদি নিহত হয় তবে তাহার প্রতিশোধ লইবার একটা নির্দ্ধারিত রীতি আছে। কতিপয় বিশিষ্ট আত্মীয়ই প্রতিশোধ লইতে পারে, সকলে পারে না। ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য পঞ্চায়েত বসে। বিবাদ নিষ্পত্তি করিবারও কতিপয় দস্তুর আছে। পূর্ব্বে আরবের অবস্থাও এরূপ ছিল। সেখানেও কোন বাদশাহ ছিল না, কিন্তু তথাপি মানুষের পারস্পরিক ব্যহারের জন্য একটা নিয়ম বা কানুন নির্দ্ধারিত ছিল। যথা—কেহ যদি সমাজের কোন অপরাধীকে আশ্রয় দিত তবে সেই আশ্রয়দাতার সঙ্গে একটা বুঝপড়া না করিয়া কেহ সেই আশ্রিত অপরাধীকে কোন কষ্ট দিতে পারিত না। এইরূপে প্রাচীন হিন্দু জাতিরও আইন-কানুন ছিল, বেবেলিয়নদেরও ছিল।

মোটকথা, প্রত্যেক সমাজেই কানুন থাকে এবং কানুনের একটা মর্য্যাদাও থাকে। অবশ্য যে-সমাজে সুসংগঠিত গবর্ণমেণ্ট থাকে সে-সমাজে বা-কায়দা (regular) এবং বিস্তারিত কানুন থাকে এবং যে-সমাজে কোন গবর্ণমেণ্ট নাই সে সমাজেও রীতি স্বরূপ কতকগুলি কানুন থাকে এবং সেইগুলির সম্মান করা ও তাহা প্রতিপালন করা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই প্রসঙ্গেই আল্লাহতা'লা ইসলাম পাঠাইয়াছেন যাহা প্রত্যেক ব্যাপারেই কানুন বা নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ইসলামে এরূপ বিস্তারিত কানুন রহিয়াছে যে, তাহার তুলনা আর কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। আমরা যখন খাইতে যাই তখন ইসলামী কানুন আসিয়া বলে, "প্রথম হাত ধুইয়া নেও"। তারপর যখন খাইতে বসি তখন বলে, "মনোযোগের সহিত বস, বেপরওয়া ভাবে বসিও না, ডান হাত আগে বাড়াও"। তারপর যখন হাত বাড়াইতে চাই তখন বলে, "বিসমিল্লা বল"। তারপর যখন খাইতে আরম্ভ করি তখন বলে, "হালাল বা বৈধ জিনিষ খাও"। তারপর যখন হালালই খাইতে চাই তখন বলে, "তাইয়েব' বা সুরুচিকর ও স্বাস্থ্যকর জিনিষ খাও"। তারপর যখন তাইয়েবও খাইতে আরম্ভ করি তখন বলে, "এসরাফ বা অমিতাচার করিও না, একটা সীমার ভিতরে খাও; রসনা তৃপ্তির জন্য খাইও না, ক্ষুধানুসারে খাও; পশুর মত খাইও না, স্বাস্থ্য এবং সদজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাও।" তারপর

যখন খাওয়া শেষ হয় তখন আবার ইসলামী কানুন আসিয়া বলে, "যিনি তোমাকে খাওয়ার দিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও এবং বল আলহামদুলিল্লাহ ( সকল প্রশংসা আল্লাহর )।" তারপর যখন জল পান করিতে যাই তখন আবার ইসলামী কানুন আসিয়া বলে, "শ্বাস লইয়া লইয়া পান কর, এক নিঃশ্বাসে পান করিও না এবং গ্লাসে শ্বাস ফেলিও না।" এইরূপে পানাহার শেষ হইলে আবার বলে, "হাত ধুইয়া লও"। তারপর যখন কাপড় পড়িতে যাই তখন আবার ইসলামী কানুন আসিয়া বাধা দিয়া বলে, "ডান দিক হইতে পরিতে আরম্ভ কর এবং যে-খোদা কাপড় দিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর।" জুতা পরিতে যাই, বলে, "এইরূপে পর", জুতা খুলিতে যাই বলে, "এইরূপে খুল"। তারপর যখন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ঘরে স্ত্রী-পরিবারের নিকট যাই তখন ইসলামী কানুন আসিয়া বলে, "অমুক অমুক স্ত্রীলোক যেন সামনে না আসে; অমুক অমুক সময়ে যেন নিজ সন্তানও সামনে না আসে।" আমরা শুইতে যাই তখন বলে, "এরূপ করিয়া শুইও", জাগিবার সময় বলে "এরূপ করিয়া জাগিও।" কাজ-কারবার সম্বন্ধেও নির্দ্দেশ দেয় যে, "সততা, সাহস, স্ফূর্ত্তি ও বুদ্ধির সহিত কাজ করিও, পদে পদে নিজ স্রষ্টা ও প্রভুর নিকট এস্তেখারা করিও, অর্থাৎ কাজের মঙ্গলামঙ্গল উপলব্ধি করিবার জন্য এবং মঙ্গলময় হইলে সহজসাধ্য হইবার জন্য ও অমঙ্গলকর হইলে দূরে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিও, কাজে সফলতা লাভ হইলে খোদাকে ধন্যবাদ জানাইও এবং কাজের ভিতরে মোয়াজ্জেন ( নামাজে আহ্বানকারী ) খোদার দিকে আহ্বান করিলে কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া মসজিদে চলিয়া যাইও, মসজিদে যাইবার সময় গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত যাইও।" মসজিদের দরওয়াজায় উপস্থিত হইলে আবার ইসলামী কানুন বাধা দিয়া বলে, দেখিয়া লও, কোন দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাও নাই তো, বা তোমার কাপড় হইতে এমন কোন দুর্গন্ধ আসে না তো যাহাতে অপরের কষ্ট হইতে পারে? মসজিদে প্রবেশ করিয়া আদবের সহিত বসিও, সাংসারিক কাজকর্ম্মের কথা সেখানে বলিও না, ঝগড়া-বিবাদের কথা বলিও না, বরং নামাজের অপেক্ষা কর এবং আল্লাহতা'লার নাম স্মরণ করিতে থাক।" তারপর নামাজ আরম্ভ হইলে নামাজের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আরো অনেক নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, প্রতিবেশীর সহিত ব্যবহার, ধনী ও দরিদ্রের সহিত ব্যবহার, প্রভু ও ভৃত্যের সহিত ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যাপারে ইসলাম আমাদিগকে বিস্তারিত নির্দ্দেশ দেয়।

এই সকল নির্দ্দেশ এত অধিক যে, বাহ্যতঃ মনে হয় যেন এগুলি পালন করা অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এমন কোন নির্দ্দেশই নাই যাহা আমাদের জন্য কঠিন বা কষ্টকর। যথা—পানাহার সম্বন্ধে যে-সকল নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহার মধ্যে কোন্ নির্দ্দেশটি এরূপ যে, আমরা পালন করিতে পারি না? হাত ধোয়া কি অসম্ভব? ইহাতে আমাদেরই ফায়দা বা কল্যাণ রহিয়াছে, খোদা এবং রসুলের তো কোন ফায়দা ইহাতে নাই। তারপর ডান হাতে পানাহার করা—ইহাতে কি অসুবিধা আছে এবং খোদা ও রসুলের কি ফায়দা আছে? ইহাতে তো আমাদেরই ফায়দা। এক হাত পায়খানাদি পরিস্কার করার জন্য রাখা গেল, আর এক হাত পানাহারের জন্য রাখা গেল। তারপর 'বিসমিল্লা' পড়িতে এমন কি অধিক সময় লাগে? হালাল জিনিষ খাইলে কি ক্ষতি হয়? শূকর, রক্ত, মৃত জন্তু ও মুশরেকের খাদ্য ইত্যাদি হারাম বা অবৈধ জিনিষ না খাইলে কি আমাদের চলে না? তারপর তাইয়েব বা স্বাস্থ্যকর জিনিষ খাইলে আমাদের কি ক্ষতি? তিন চারি দিনের বাসি জিনিষ হালাল হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা না খাই তাহাতে আমাদেরই ফায়দা, খোদা বা রসুলের কি ফায়দা?

বস্তুতঃ এমন কোন আদেশ নাই যাহাতে আমাদের জন্য ফায়দা বা উপকার নিহিত নাই। প্রত্যেক আদেশেই আমাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে, আমরা সেগুলি যত অধিক পালন করিব তত অধিক কল্যাণের অধিকারী হইব। অবশ্য হইতে পারে যে, কোন সূক্ষ্ম আদেশের উপকারিতা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যেখানে একশ'টি আদেশের উপকারিতা আমরা বুঝিতে পারি সেখানে যদি এক আধটি আদেশের উপকারিতা আমাদের বুঝে নাও আসে, তবু আমরা সেই একশ'টি আদেশের উপর অনুমান করিয়া তাহা পালন করিতে পারি। কেহ যদি আমাদিগকে শতটি জ্ঞানের কথা বলে, একটি যদি আমরা বুঝিতে নাও পারি তবু আমরা তাহা মানিয়া লই। কেহ যদি কাহারো দুইটি উপকার করিয়া একটি অন্যায় কথাও বলে তবু তাহা বরণ করিয়া নেওয়া হয়। বরং কোন প্রকৃত ভদ্রলোককে যদি কেহ একটি উপকারও করে তবে সেই ভদ্রলোক উপকারীর তিনটি অন্যায় কথা শুনাও আপন কর্ত্তব্য মনে করে। এমতাবস্থায় যে উপকারীর উপকার অগণিত—ভোর হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত যাঁহার উপকার, উঠিতে বসিতে, আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে যাহার উপকার—এরূপ উপকারীর কোন একটি কথা যদি বুঝে নাও আসে তবে তাহাতে একথা বলিয়া উঠা "আমার বুঝে না আসা পর্য্যন্ত আমি একথা কেমন করিয়া মানিব"—বড়ই অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইসলামের শিক্ষা অতি ব্যাপক। জীবন-যাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারেই ইসলামের শিক্ষা রহিয়াছে। এমন কোন বিষয় নাই যৎ-সম্বন্ধে কোন শিক্ষা নাই। বাহ্যি, প্রস্রাব, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শয়ন-জাগন, উঠা-বসা ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই ইসলামের শিক্ষা রহিয়াছে এবং আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, এই শিক্ষায় আমাদের জন্য কল্যাণই কল্যাণ রহিয়াছে। এই শিক্ষা বিস্তারিত হওয়াতে আমাদের উপর কোন বোঝ হয় নাই, বরং কল্যাণই বাড়িয়াছে। যে-ব্যক্তি এক মাইল পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া লইয়া যায় তাহার তুলনায় যে-ব্যক্তি দশ মাইল পথ দেখাইয়া লইয়া যায় সে বোঝ বাড়ায় না বরং উপকারই বেশী করে।

বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষা অতি ব্যাপক। ইহা আমাদিগকে সকল ভুল-ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করে এবং আমাদের সারা জীবন ব্যাপিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং সন্তানের বীজ বপন হইতে ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই ইসলামের শিক্ষা তাহার কাণে শুনান হয়। অতঃপর সারা জীবন ব্যাপিয়া এই শিক্ষা তাহার পথ প্রদর্শন

করে। তারপর আবার মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও ইসলামের শিক্ষা তাহার কাণে শুনান হয় যেন পরবর্ত্তী জীবনেও কাজে আসে।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, ইসলামের শিক্ষা তখনি আমাদের কাজে আসিবে যখন আমরা ইহার আনুগত্য করিতে পারিব। ধর্ম্মীয় এবং সাংসারিক উভয় বিষয়েই ইসলামের কানুন নির্দ্ধারিত আছে। ঝগড়া-বিবাদ সম্বন্ধে ইসলামের কানুন রহিয়াছে। কেহ যদি কাহারো কোন ক্ষতি করে তবে কাজি বা বিচারক দ্বারা তাহার বিচার করাইবার জন্য ইসলামের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অবশ্য আজকাল আমাদের দেশে বিদেশী গবর্ণমেণ্ট হওয়ার দরুণ আমরা সকল বিষয় আমাদের কাজী দ্বারা বিচার করাইতে পারি না। কোন কোন বিষয় আমরা গবর্ণমেণ্টের আদালতে বিচার করাইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট এবং গবর্ণমেণ্টের আইন পালনও ইসলামের কানুন। অতএব ঐসকল বিষয় গবর্ণমেণ্টের আদালতেই বিচার করান উচিত। কিন্তু যে-সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়াছে যে, ইচ্ছা হয় গবর্ণমেণ্ট আদালতে বিচার করাইয়া লও, ইচ্ছা হয় নিজেরাই মীমাংসা করিয়া লও, এরূপ বিষয়ে ইসলামী কানুন জারী করা আমাদের ফরজ বা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের জমাত খোদার অনুগ্রহে এক সুসংগঠিত জমাত, এক নেতার অধীনে আছে। অতএব এরূপ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত বা বিধান পুনর্জ্জীবিত করা আমাদের ফরজ। অবশ্য আমাদের পক্ষে শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ও জীবিতই আছে, কেননা, আমাদের জমাতের 'আকীদা' বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই যে, গবর্ণমেণ্টের আনুগত্যও খোদারই আনুগত্য। অতএব যে-সকল বিষয় আমরা গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট নিয়া যাই সে-সকল বিষয়েও এক হিসাবে আমরা শরীয়তেরই আনুগত্য করি। অবশ্য যাহারা গবর্ণমেণ্টের কানুন পালন জায়েজ বা বৈধ মনে করে না তাহারা যদি নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট নিয়া যায় তবে তাহারা গোনাহ্‌ বা পাপ করে। কিন্তু আমাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট নিয়া যাওয়াও পুণ্যেরই কাজ, কেননা ইহাতেও আমরা ধর্ম্মবিধানের আনুগত্যই করি এবং তাহা সঞ্জীবিত করি। নামাজ দাঁড়াইয়া পড়িবার আদেশ আছে, কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি বসিয়াও পড়িতে পারে। যাহারা বসিয়া পড়া জায়েজ মনে করে তাহাদের পক্ষে বসিয়া পড়াও পুণ্যেরই কাজ, কিন্তু যাহারা বসিয়া পড়া জায়েজ মনে করে না তাহাদের পক্ষে বসিয়া পড়া পাপ, কেননা তাহাতে নিয়ম অমান্য করা হয়। অতএব যাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজেদের মামলা নিয়া যাওয়া কোন অবস্থায়ই জায়েজ মনে করে না তাহারা যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট মামলা নিয়া যায় তবে তাহারা খোদার কানুন ভঙ্গকারী হয়। একমাত্র আমাদের জমাতই গবর্ণমেণ্টের আনুগত্যকেও খোদাতালারই আনুগত্য মনে করে। তাই যে-যে বিষয়ে আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের নিকট যাইতে হয় সেই সকল বিষয়েও শরীয়তের আদেশ আমাদের জন্য জীবিত বা বলবৎই থাকে।

অতএব যে-যে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আইনই এই যে, গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত আদালতে বিচার করাইতে হইবে সেই সব বিষয়ে যদি কোন আহমদী অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে তবে সে গবর্ণমেণ্ট এবং আহমদীয়া জমাত উভয়েরই বিদ্রোহাচরণ করে। কিন্তু যে-যে বিষয় সরকারী আদালতে নেওয়া জরুরী নহে ইচ্ছা করিলে নিজেরাও মীমাংসা করিয়া নিতে পারে বা ক্ষমাও করিয়া দিতে পারে সে-সব বিষয় যদি জমাতের কাজীর নিকট বিচার না করাইয়া কেহ নিজেই বিচার করিয়া লয় তবে সে খোদাতালা ও জমাত উভয়ের নিকটই অপরাধী। কাহাকেও সাজা দেওয়া না দেওয়া, বা সাজার পরিমাণ নিদ্ধারণ করা কাজীর কাজ। অতএব কেহ যদি প্রকৃত চোরকেও নিজেই সাজা দেয় তবু সে আপন প্রবৃত্তিরই দাস হইবে, শরীয়তের অধীন হইবে না। যে-সকল অপরাধের শাস্তির পরিমাণও শরীয়ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে, এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে যে, তাহাতে পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই নাই, এরূপ অপরাধেরও নিজে বিচার করিবার শরীয়ত অনুমতি দেয় নাই। যে-অপরাধের সাজা শরীয়ত বাস্তবিকই ফাঁসি রাখিয়াছে সে-অপরাধেও যদি কেহ নিজেই প্রকৃত অপরাধীকে ফাঁসি দেয় তবে সেই ফাঁসি-দাতাও খুনের অপরাধে অপরাধী হইবে। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষে 'জিনা' বা ব্যভিচার করার শাস্তি শরীয়ত 'রজম' (Stoning to death) রাখিয়াছে। কিন্তু কেহ যদি নিজ স্ত্রীর সঙ্গেও কাহাকে 'জিনা' করিতে দেখিয়া সেই ব্যভিচারীকে নিজেই মারিয়া ফেলে তবু সে খুনের অপরাধে অপরাধী হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এখনো কেহ কেহ আছে যাহারা প্রবৃত্তি বা রাগের বশে আইন নিজের হাতে নিয়া নেয় এবং মনে করে যে, যাহা করিয়াছে ইন্‌ছাফ বা ন্যায়ই করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে স্বয়ং অপরাধ করে।

আমি অনবরতঃই বন্ধুগণকে শুনাইয়া আসিয়াছি যে, আইন নিজের হাতে নেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। কিন্তু তথাপি লোক ইহা ভুলিয়া যায় এবং সামান্য কিছু ক্ষতি হইলেই নিজ মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া আইন নিজের হাতে নিয়া নেয়। যে-পর্য্যন্ত এই ভাব দূরীভূত না হইবে সে-পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে এ দাবী করা যে, আমাদের হৃদয়ে আহমদীয়তের রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একেবারেই মিথ্যা হইবে। মানুষ যে-পর্য্যন্ত-না ক্রোধ বা উত্তেজনার সময় নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে সে-পর্য্যন্ত সে ইসলামের উপর 'আমল' বা কার্য্য করিবার দাবী করিতে পারে না। উত্তেজনার সময় আদেশ পালনই প্রকৃত আনুগত্য। যে-স্থলে শরীয়তের বিধান এবং নিজের ইচ্ছা একই রূপ, এরূপ স্থলে শরীয়ত পালন কোন প্রকৃত আনুগত্য নহে।...প্রকৃত আনুগত্য তখনই হয় যখন নিজ মরজির বিরুদ্ধেও কোন আদেশ পালন করা হয়, সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, সন্তোষে-অসন্তোষে সকল অবস্থায়ই করা হয়। এইরূপে আনুগত্য না করা পর্য্যন্ত এবং ইসলামের আদেশের অধীন না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ 'ফরমাবরদার' বা অনুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় তাজাল্লুল বা নম্রতা অবলম্বন কর।" যাহাহউক, কাহারো কোন ক্ষতি হইলেও এবং তাহা পূরণ করিতে হইলেও জমাতের কাজীর নিকট যাওয়া উচিত, অবশ্য যদি আইনগত কোন বাধা না থাকে। আর যদি আইনগত বাধা থাকে তবে সরকারী আদালতে নিয়া যাওয়াই উচিত। কিন্তু যাহারা এই উভয় পন্থা অবলম্বন না করিয়া আইন নিজ হাতে নিয়া নেয় তাহারা আনুগত্যের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং 'ফেতনা' বা উপদ্রব সৃষ্টি করে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে এই দাবী করা যে, আমাদের হৃদয়ে আহমদীয়তের রাজ প্রতিষ্ঠিত আছে বা আমরা আহমদীয়ত পালন করি—এক অন্যায় দাবী হইবে।

---

# খোদাতালার বাকশক্তি

[ প্রফেসার মোহাম্মদ আসলাম, এম, এ, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, লাহোর ]

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

( ৩ )

মিষ্টার কার্চ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের একথা বলা যে, খোদা দুনিয়াকে ছাড়িয়া দিয়াছেন বড়ই অজ্ঞতার পরিচায়ক। খোদা তো দুনিয়াকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দুনিয়া সাবধান হয় নাই। যাহাহউক, **এখন এই আপদ হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় হইল—খোদার দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং আপন স্রষ্টার সহিত দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা।**

## ধর্ম্মনেতাদের নৈরাশ্য

কেবল যে, দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই এই নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা নহে, বরং বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-নেতাদের মধ্যেও এই নৈরাশ্য অতি শোচনীয় ভাবে দেখা দিয়াছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। যাহারা খোদার দিকে লোকদিগকে আহ্বান করেন তাঁহাদের চিরকালই বিজ্ঞানের সঙ্গে মোকাবেলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে এবং ধর্ম্মনেতাগণ তাহাদের আপত্তির যুক্তিসঙ্গত জওয়াব দিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মনেতাগণ বৈজ্ঞানিক-দের আক্রমনে তিষ্ঠিতে না পারিয়া একটি একটি করিয়া ধর্ম্মের অঙ্গসমূহকে ছাড়িয়া দিতেছে। আর এখন তো এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ধর্ম্মানেতাগণ বৈজ্ঞানিকদের আপত্তির যুক্তিসঙ্গত জওয়াব দিতে না পারিয়া বলিতেছে, "এখন আমাদের চিন্তাধারা অনেক উচ্চে চলিয়া গিয়াছে, আমরা আমাদের প্রাচীন বুজুর্গ বা মান্য ব্যক্তিদের কথা মানি না।"

এই তো হইল বর্ত্তমানে ধর্ম্মের শোচনীয় পরাজয়! আজ ধর্ম্মের অবস্থা এরূপ কেন হইয়াছে? এই জন্যই হইয়াছে যে, স্বয়ং ধর্ম্মনেতাগণই 'একীন' ( দৃঢ়বিশ্বাস ) ও 'মারেফাত' (ঐশীজ্ঞান) হইতে বঞ্চিত এবং তাহাদের এই ইমানের অভাব হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা খোদার বাণীকে কোন অতীতকালে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং প্রকৃত ইমান কেমন করিয়া লাভ হইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছে যে, **খোদার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস খোদার বাণী দ্বারাই সৃষ্টি হইতে পারে।** খোদা যদি প্রত্যেক যুগে যুগে তাঁহার কোন দাসের নিকট তাঁহার বাণী অবতীর্ণ না করেন এবং তৎসাহায্যে আধ্যাত্মিক মৃতকে সঞ্জীবিত ও নিদ্রিতকে জাগ্রত না করেন তবে দুনিয়া হইতে ইমান বা খোদাতে বিশ্বাস একেবারেই লোপ পাইবে, ফলে জগৎ হইতে সর্ব্বপ্রকার শান্তিও বিনষ্ট হইবে। পূর্ব্ব যুগেও খোদার বাণী দ্বারাই জগতে ইমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এযুগেও তৎসাহায্যেই হইবে। কিন্তু ধর্ম্মনেতাগণ খোদার বাণীকে অতীতের কোন যুগ-বিশেষে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া বলিতেছে যে, খোদা আর কাহারো সঙ্গে কথা বলিবেন না। ফলে কাল-প্রভাবে প্রাচীন শাস্ত্র ও ঐশীবাণীর প্রভাব কমিয়া যাইতে লাগিল। অবশ্য কিছুকাল জাতীয় 'তায়াছ্ছুব' বা সংস্কারের সাহায্যে জাতীয় 'আকায়েদ' বা ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত রহিল। কিন্তু অবশেষে ঐশীবাণী-জনিত 'এৎমিনান' বা সান্ত্বনার অভাবে এই 'তায়াছ্ছুব' বা সংস্কারও শিথিল হইয়া গেল এবং জগতে ইমানের অভাব দেখা দিল। আজ জগতে অসংখ্য ধর্ম্ম আছে, কিন্তু কোন ধর্ম্মেই ইমান ও একীন নাই, অবশ্য অল্প-বিস্তর সংস্কার এখনও বিদ্যমান আছে। ফলে ধর্ম্মের নামে লোক মারিতে বা মরিতে তো প্রস্তুত আছে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি পালন করিতে প্রস্তুত নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম আজ কোন আধ্যাত্মিক সত্তাবান বস্তু নহে, কেবল এক জাতীয় সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যে, কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছে তাহা এই জন্য নয় যে, সে মনে করে, তাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা খোদা লাভ হইবে, বরং এই জন্য যে, দৈবক্রমে সে সেই ধর্ম্মাবলম্বীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত এরূপ ইমানহীন সম্পর্ক দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি একটা সংস্কার বা prejudice সৃষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্বারা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

ইহা কি সম্ভবপর যে, খোদা এক যুগ পর্য্যন্ত আপন বাণী পৌছাইয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন? কখনো নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে ( এবং ইতিহাস ছাড়া বড় সাক্ষী এবিষয়ে আর কি হইতে পারে ) যে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতিতে খোদার বাণী-প্রাপ্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, খোদা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন এবং মানব তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। আদম ( আঃ ) আসিয়াছেন, নূহ ( আঃ ) আসিয়াছেন, ইব্রাহীম ( আঃ ) আসিয়াছেন, মুছা ( আঃ ) আসিয়াছেন, ঈছা ( আঃ ) আসিয়াছেন এবং আঁ-হজরত ( ছাঃ ) আসিয়াছেন, এই ভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে আরো মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। ভারতে শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও বুদ্ধ আসিয়াছেন, চীনে কন্‌ফিউসিয়াস, ও ইরানে জুরতস্ত আসিয়াছেন এবং খোদা জানেন আরো কোথায় কে আসিয়াছেন। বস্তুতঃ খোদা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক জাতিতে আপন বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতিই খোদার বাণীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। সুতরাং একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, তিনি কোন বিশিষ্ট যুগ বা বিশিষ্ট জাতি বা বিশিষ্ট দেশে নিজ বাণী পৌছাইয়া এখন চুপ করিয়া আছেন।

ফলতঃ যাহারা আপন অজ্ঞতা বশতঃ খোদার বাণীতে সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছে তাহারা তাঁহার আশীষ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয় হইতে ইমান উঠিয়া গিয়াছে এবং তথায়

সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব ঘর করিয়া বসিয়াছে। ফলে তাহাদের ধর্ম্ম এক রীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং সত্য তাহা হইতে লোপ পাইয়াছে।

## স্পষ্টাক্ষরে ঐশীবাণীর আবশ্যক

কতিপয় ধর্ম্মনেতা আছেন, তাঁহারা খোদার বাণীকে কোন যুগ বা জাতিতে সীমাবদ্ধ না করিলেও বাণীর রূপকে সীমাবদ্ধ করিতে চান। মিষ্টার গান্ধীর কথাই ধরুন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে, খোদাতালা প্রতি যুগেই তাঁহার দাসগণকে আপন বাণী শুনান, কিন্তু বলেন যে, সেই বাণী শাব্দিক ভাবে অবতীর্ণ হয় না, তাহার মর্ম্ম মানবের হৃদয়ে প্রেরণা করা হয়। আমরা বুঝিতে পারি না, খোদার বাণীতে এরূপ সীমা-নির্দ্দেশ কেন করা হয়। খোদা তাঁহার বান্দার প্রয়োজন জানেন, তাহাদের প্রয়োজনানুসারে তিনি তাহাদের সহিত যে-ভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। কখনো হয় তো হৃদয়ে এক প্রেরণা ঢালিয়া দিলেন, কখনো বা গুরুগম্ভীর বাক্যই শুনাইলেন। এসবই তাঁহার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তিনি নিজ হেকমত বা বিশেষ জ্ঞানানুসারে যে-ভাবে ভাল মনে করেন সে ভাবেই কথা বলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, স্পষ্ট শব্দ ছাড়া খোদার বাণী মানব হৃদয় হইতে সকল সংশয় দূর করিতে পারে না। মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য এবং তাহার প্রতি আপন প্রেম প্রকাশের জন্য শাব্দিক বাণীরই আবশ্যক। মানুষ যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করিতেছে ততই এই প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পাইতেছে। স্পষ্ট বাক্য ছাড়া আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব তাঁহার কোন্ বান্দার উপর মানবের পথ-প্রদর্শনের জন্য কি পয়গাম অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং সেই পয়গামের বাক্যগুলিই যদি জানিতে না পারিলাম তবে তাহার মাহাত্য এবং সত্যতাই কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব?

শাব্দিক বাণী অবতীর্ণ হওয়ার কল্যাণেই আজ আমরা বলিতে পারি যে, প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে খোদাতা'লা নবী করীমকে (ছাঃ) বলিয়াছিলেন যে, তিনি ফেরাউনকে নিমজ্জিত করিবার সময় ফেরাউনকে এই ওয়াদা দিয়াছিলেন যে, তাহার দেহকে তিনি রক্ষা করিবেন এবং মানবের জন্য এক নিদর্শন করিবেন। বাইবেলে মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু তাহাতে এই কথার কোন উল্লেখ নাই। একথা খোদাতা'লা কেবল আঁ-হজরতের নিকটই প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে আর কাহারো নিকট প্রকাশ করেন নাই। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎকালে ফেরাউনের শব সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্ধানই ছিল না। কিন্তু হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) প্রতি অবতীর্ণ খোদার পবিত্র বাণীতে স্পষ্টাক্ষরে একথার উল্লেখ ছিল। খোদাতা'লা কোরান-মজিদে বলিয়াছেন—

"আজ আমরা তোমার দেহকে রক্ষা করিব, যেন তাহা তোমার পরবর্ত্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হয়।"

বর্ত্তমান যুগের আর্কিয়োলজিকেল অনুসন্ধানে মিসরের প্রাচীন বাদশাহদের কবর খুদিয়া ফেরাউনের শবও সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিচয়ও তাহাতে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে কোরান-করীমের সেই স্পষ্ট বাক্যের মর্য্যাদা ও মাহাত্য প্রকাশ পাইয়াছে এবং খোদার খোদায়ী সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট শব্দে বাণী অবতীর্ণ না হইলে একীন বা দৃঢ়-বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে পৌছা যায় না। নির্দ্দিষ্ট শব্দ ছাড়া সেই বাণী নিজের জন্য হইলেও অপরের জন্য অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। গান্ধীজী বলেন, তিনি যখন একবার জেলে ছিলেন তখন একদা রাত্রিকালে জাগ্রত হইয়া এক আওয়াজ শুনেন; সেই আওয়াজ যেন তাহাকে বলিতে লাগিল, তুমি উপবাস কর। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন? সেই আওয়াজ উত্তর করিল, একুশ দিন। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহা খোদার আওয়াজ। কিন্তু আমরা বলিতে পারি না, ইহা কিরূপ আওয়াজ। খোদার হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। যাহা হউক, ইহা গান্ধীজীর জন্য হুজ্জত বা অকাট্য প্রমাণ হইলেও আমাদের জন্য নয়। কিন্তু খোদার বাণী যদি নির্দ্দিষ্ট শব্দে অবতীর্ণ হয় এবং তাহার মর্ম্ম ভবিষ্যৎ কোন সময়ে যাইয়া ব্যক্ত হয় তবে তাহা সকলের জন্যই অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে। এইরূপ বাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল কোরানশরীফ। ইহা ঠিক সেই অবস্থায়ই রক্ষিত আছে যে-অবস্থায় তাহা আঁ-হজরতের (ছাঃ) নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং কোন শত্রুরও তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

---

# পাত্র ও পাত্রী চাই

গত ১৯৪১ ইং সালের ২রা ও ৩রা অক্টোবরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক পরামর্শ সভায় প্রত্যেক মোকামী আঞ্জোমনে পাত্র ও পাত্রীদের একটি তালিকা তৈয়ার করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহা ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪২ইং তারিখের "পাক্ষিক আহমদীর" ৯ম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন মোকামী আঞ্জোমন ঐরূপ তালিকা তৈয়ার করিয়া অত্র আফিসে পাঠায় নাই। অতএব মোকামী আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণকে অনুরোধ করি যেন তাহা অতি সত্বর তৈয়ার করিয়া অত্র আফিসে পাঠাইয়া দেন, এবং যে সকল স্থানে আহমদী পাত্র বা পাত্রী আছেন এবং বিবাহের প্রার্থী, তাহারা মেহেরবানী পূর্ব্বক পাত্র বা পাত্রীর নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা ও বিবাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় জানান। আশাকরি, বন্ধুগণ একার্য্যে সহযোগীতা করিয়া বাধিত করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

# অখণ্ড মানবতা

[ আল্লামা জিল্লুর রাহমান—আহমদীয়া মিশনারী ]

يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ
زرقا ٥ يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ٥
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة
ان لبثتم الا يوما ٥ ويسئلونك عن الجبال
فقل ينسفها ربى نسفا ٥ فيذرها قاعا صفصفا ٥
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ٥ يومئذ يتبعون
الداعى لا عوج له ج وخشعت الاصوات للرحمن
فلا تسمع الا همسا ٥ ( طه )

"যেদিন সেই বাঁশী বাজিয়া উঠিবে এবং নিলাক্ষী অপরাধী-দিগকে আমি একত্রিত করিব, তাহারা পরস্পরের মধ্যে গোপনে আলোচনা করিবে, তোমরা দশদিন ব্যতীত অবস্থান কর নাই; তাহারা যে কি বলিবে তাহা আমি বেশ জানি, তখন তাহাদের চেয়ে ধর্ম্মমতে উৎকৃষ্টতর ব্যক্তি বলিবেন, তোমরা একদিন ব্যতীত অবস্থান কর নাই। (হে মোহাম্মদ) তোমাকে তাহারা পর্ব্বতগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বলিয়া দাও, আমার প্রভু ইহাদিগকে ধূলিকণার মত উড়াইয়া দিবেন, ফলে ইহাদিগকে সমতল প্রান্তর রূপে পরিণত করিবেন, যাহাতে তোমরা কোনরূপ কুটিলতা এবং উচ্চতা দেখিতে পাইবে না।

যেদিন তাহারা সেই 'আহ্বান কারীর' অনুবর্ত্তী হইবে যাহার মধ্যে কোন কুটিলতা নাই; এবং পরম দয়ালু আল্লার জন্য সকল স্বর নরম হইয়া যাইবে, ফলে ক্ষীন স্বর ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইবে না।"

আজ মানবজগতের ইতিহাস যে ভয়াবহ অবস্থার ভিতর দিয়া রচিত হইতেছে এবং যে ভাবে দীর্ঘ দিবস ধরিয়া মানুষে-মানুষে হিংসা করিয়া, মারামারি কাটাকাটি করিয়া আসিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয় জঙ্গলের হিংস্র জন্তুগুলি দ্বারাও আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় এত জীব-হত্যা হয় নাই যত মানব-হত্যা মানুষের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে।

জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কি ইহাই বাস্তব অবস্থা? সামাজিক মানুষের জন্য কি এই পৃথিবীতে মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিবার কোন উপায় নাই?

মানুষকে কি মানুষের স্রষ্টা, বন্য হিংস্র পশু হইতে অধিকতর হিংস্র করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি না হয়, মানুষের মনের শ্রেষ্ঠতর দাবী যদি স্বাভাবিক হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, কোন্ শয়তানী কুহকে পড়িয়া মানুষ আজ বন্য পশু হইতেও অধিকতর হিংস্র হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের মনুষ্যত্বকে হিংস্রতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার কোন উপায় আছে কি না?

কোরানের উপরক্ত আয়াতে আল্লাহতালা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, একদিন আসিবে যখন মানব-জগতের যাবতীয় কুটিলতা ও উচ্চ-নীচতা দূর হইয়া গিয়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিশ্ব মানবতার সমতল ক্ষেত্রে একত্রিত হইবে এবং এক অখণ্ড মানবতার প্রতিষ্ঠা হইবে। মানুষের বিরুদ্ধে আর মানুষের কর্কশ স্বর গর্জ্জিয়া উঠিবে না; মানুষের সুর তার স্রষ্টার উপলব্ধিতে নরম হইয়া যাইবে; তখন সকলই তার স্রষ্টার প্রেরিত আহ্বান-কারীর অনুসরণ করিবে, মানুষ সকল ঝগড়া ভুলিয়া যাইবে, এবং সেই মহা মিলনের দিনে অশান্তির আগুন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষবারের জ্বলিয়া উঠার মত বেগে জ্বলিয়া উঠিয়া চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে।

কি ভাবে বিধাতার এই মহান উদ্দেশ্য সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে নিম্ন প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল।

এই যে ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসন ও শোষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগ পাশ হইতে স্বাধীন করিবার জন্য কিছুকাল হইতে ভারতবাসিগণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, জীবন-মরণ পণ করিয়া মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতেছে, কঠোর ত্যাগের ভিতর দিয়া দেশ-প্রেমিকগণ যে-ভাবে এই সংগ্রাম চালাইয়াছিল, এবং যে-ভাবে বিজয়ের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে জগতবাসিদের জন্য এই অনুমান করা খুবই সহজ হইয়াছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা আর কেও আটকাইতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! ভারতের স্বাধীনতা দ্বারের কাছে আসিয়াও হিন্দু-মুস্লিম বিরোধের আঘাতে দূরে সরিয়া পড়িল এবং ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

এই বিরোধের মূলে হিন্দু এবং মুসলমানদের কার কতখানি অন্যায় সেই সম্বন্ধে বিচার করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আমি বলিতে চাই হিন্দু এবং মুসলমানদের বিরোধই এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ের পথে একমাত্র বাধা। এই হিন্দু মুস্লিম বিরোধিতা বিধাতার অভিশাপ স্বরূপ ভারতের স্বাধীনতার পথ আগলাইয়া রহিয়াছে। এই বিরাট ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু-মুস্লিম যদি এক যোগে এই সংগ্রাম চালাইতে পারিত, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা কেও আটকাইতে পারিত না। আমার বিশ্বাস আমার এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।

তবে ভারতের হিন্দু-মুসলমান একমত হইতে পারিল না কেন? জটিলতা, কুটিলতা, দুষ্টবুদ্ধি ও হীন স্বার্থ বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, এই একমত না হইতে পারাটা ভারতবাসিদের জন্য স্বাভাবিক এক সত্য। হিন্দু এবং মুসলমান এক মতাবলম্বী নয় এই কথাটা যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আপন আপন মতের সত্যতা স্বীকার করিয়া একমত হইবার চেষ্টা বা দাবী করাই যে কপটতার নামান্তর মাত্র। তবে কেহ বলিতে পারেন ধর্ম্ম বিশ্বাসের দিক্ দিয়া একমত হইতে না পারিলেও

রাজনৈতিক দিক্ দিয়া একমত হইতে পারিব না কেন? রাজনীতির দিক্ দিয়া ত স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসী হিসাবে হিন্দু এবং মুসলমানের স্বার্থ এক; কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই আমাদের এই আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদের কাছে ধরা পড়িবে যে, হিন্দু এবং মুসলমান হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের স্বার্থ এক নয়। মানুষের এক এবং দুই, আপন এবং পর হইবার বিভিন্ন দিক আছে, এবং এই বিভিন্ন দিকের কোন্ দিকটা যে বড় এইটার বিচার করা একটু তলাইয়া দেখিলে কাহারও জন্য কঠিন হইবে না। এই ধরুন, ভারতবাসী হিসাবে আমরা এক, কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের দিক্ দিয়া হিন্দু মুসলমান আমরা দুই। পৃথিবীর একটা বিশেষ অংশে জড় জীবনের এই কয়টা দিন বাস করার দিকটাই বড়, না অনন্ত জীবনের কল্যাণার্থ কোন বিশ্বাস ও কর্ম্ম পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করার দিকটা বড়, ইহা চিন্তা করার বিষয় বটে। অতএব ভারতবাসিরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসটাকে যদি বড় বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং এই হিসাবে তাহাদের জাতীয়তা বিভক্ত ও স্বার্থ বিভিন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে এই বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি সচেতন হইয়া তাহারা যে খুব অন্যায় করিয়াছে তাহা বলা সঠিক বিবেচনা-প্রসূত বিচারের কথা হইবে না এবং ইহার বাস্তবতাকে ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করাই অন্যায় হইবে। এই জন্যই হয় ত এই প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল হইতে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছে। মানব জাতিকে যদি তুমি এক দিক দিয়া ভাগ করিতে পার, মানব জাতিকে ভাগ করাই যদি সমর্থন কর, তবে অন্য দিক্ দিয়া আমার ভাগ করাটাকেও অন্যায় বলিতে পার না। পাহাড় পর্ব্বত, নদী নালা, সাগর উপসাগর ও মহাসাগর যদি মানবজাতিকে ভাগ করিতে পারে, তবে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্ম-পদ্ধতি আরও ভাল করিয়া মানব-জাতিকে ভাগ করিতে পারে।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়া মানব-জাতিকে ভাগ করা সমর্থন না করিয়া নদ-নদী, পাহাড়-সমুদ্র দ্বারা মানব-জাতিকে ভাগ করাও সমর্থিত হইতে পারে না। অতএব ভারতবাসী এবং ইংরাজ যেমন দুইটা বিভিন্ন জাতি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তদ্রূপ হিন্দু এবং মুসলমানও দুইটা বিভিন্ন জাতি এবং তাহাদের বিভিন্নতা ভারতীয় ও ইংরাজদের বিভিন্নতা হইতে কম নহে এবং তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যেও বাস্তব বৈষম্য বিদ্যমান আছে। তাই বলিতে চাই, ভারতের হিন্দু মুসলমানদের একমত না হইতে পারটাই স্বাভাবিক এবং সত্য, আর হিন্দু খাটি হিন্দু আর মুসলমান খাটি মুসলমান থাকিয়া এক মত হইবার প্রচেষ্টা সকপট চাল বৈ আর কিছুই নহে।

তাই লীগ নেতা মিষ্টার জিন্নাহ ভারতবাসিদের জাতীয়তার বাস্তব বিভাগ যাহা ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্ম-পদ্ধতির দিক দিয়া বিদ্যমান আছে তাহাই সুস্পষ্ট করিয়া মানিয়া লইয়াছেন পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান পরিকল্পনার ভিতর দিয়া। আর বিভিন্ন স্বার্থের, বিভিন্ন ব্যক্তির বা সমষ্টির গুজামিল দিয়া একত্র থাকিতে যে অনর্থ ঝগড়ার সৃষ্টি হয় সেই দৈনন্দিন ঝগড়ার হাত হইতে পরিত্রাণের পথ দেখিয়াছেন পৃথক হওয়ার মধ্যে। দুইটী সহোদর ভাইয়ের মধ্যে স্বার্থ সংঘট উপস্থিত হইয়া বিবাদের সৃষ্টি হইলে যেমন পরস্পরের পৃথক হওয়ার মধ্যে প্রত্যেকেই শান্তি দেখিতে পায়, ঠিক এই রকম মিষ্টার জিন্নাহও ভারতের এই দুইটী সহোদর জাতির পৃথক হওয়ার মধ্যেই শান্তি দেখিতে পাইয়াছেন।

কিন্তু আমি বলিতে চাই পৃথক হইলেই কি ঝগড়া মিটিয়া যাইবে? পৃথক হইলেও যে ঝগড়া মিটে না তাহা আমরা একটু সুস্থ মন নিয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। অবশ্য পৃথক হইলে ব্যক্তি বা সমষ্টির পরস্পরের মধ্যে ঝগড়ার প্রকার বদলিয়া যায়, রূপান্তরিত হইয়া ঝগড়া যে আরও ভীষণ আকার ধারণ করে তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। তার পর বিদেশীর হাত হইতে স্বাধীনতা লাভ করিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ বিদেশীরা অনেক সময় আত্মপর প্রভেদ করিয়া শাসন ও শোষণ করে। তারপর ইহাও চিন্তা করার বিষয় বটে যে, স্বদেশ বিদেশ আমাদের নিজ হাতে তৈয়ার করা। আমরা নিজ হাতে মানুষের মাতৃভূমিতে সীমা রেখা টানিয়া দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছি; তাই আজ মানুষের মাতৃভূমি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দেশ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই রকম বিভিন্ন কর্ম্ম-পদ্ধতি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্টির সীমা রেখা দিয়া মানুষ পৃথক পৃথক গণ্ডির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই মানব-জাতির পরস্পরের মধ্যে আপন-পর ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আত্মপর ভাবটাকে যে চিন্তা ধারার ফল স্বরূপ খাড়া করা হইয়াছে সেই চিন্তা ধারার ফলেই মহাদেশে মহাদেশে, দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জিলায় জিলায়, থানায় থানায়, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, ভিটায় ভিটায় পর্য্যন্ত কলহ ও অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যে আগুন আজ ব্যাপকভাবে সমস্ত মানব-জগতটাকে জ্বালাইয়া ছাইভস্ম করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই অশান্তির আগুন নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র উপায় অখণ্ড মানবতা। যতদিন মানুষ-জাতির মধ্যে ভাগাভাগি বিদ্যমান থাকিবে, সেই ভাগাভাগি ধর্ম্ম নিয়াই হউক, দেশ নিয়াই হউক, ভাষা বা বর্ণ বা কোন উর্দ্ধতন পিতৃপুরুষ নিয়াই হউক, ততদিন এই অশান্তির আগুন নির্ব্বাপিত হইবে না। জার্ম্মান জার্ম্মান, ফ্রান্স ফ্রান্স, গ্রীক গ্রীক, ইটালি ইটালি, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান, ইহুদী ইহুদী, হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমান, সাদা সাদা, কাল কাল, স্বদেশী বিদেশী রূপে বিভিন্ন এবং পৃথক পৃথক গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া এক হইবার স্বপ্ন বিফল হইয়াছে, ইহা পূর্ণ হইবার নহে, পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইবে না।

ভারতবাসী বিদেশীকে তাড়াইয়া দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেই কি সুখ-শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে? বিদেশীর পরিবর্ত্তে বিজাতির ঝগড়া কি এর চেয়ে কম হইবে? এই যে পাকিস্থান হিন্দুস্থান আন্দোলন, ইহার ভিতর দিয়া কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে না যে ভারতবাসী বিদেশীকে তাড়াইয়া দিলেও ভারতের ভিতরে দেশ এবং বিদেশ বাড়িয়া উঠিতে পারে।

অতএব দেশ এবং বিদেশ, জাতি এবং বিজাতি এই কথাগুলি যে স্বার্থপর হিংসুক মানুষের নিজেদের অসাধু কল্পনার সৃষ্টি বৈ আর কিছুই নহে, তাহা বুঝা খুব কঠিন নহে।

আর তথা-কথিত বিদেশীকে তাড়াইয়া দিয়া স্বকপোল কল্পিত দেশকে স্বাধীন করিতে পারিলে বিদেশীর অন্যায় শাসনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও বিদেশীর অন্যায় আক্রমণ বা আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্তি লাভের উপায় কী? পূর্ণ স্বাধীন শক্তিশালী জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে অশান্তির যে আগুন দাও দাও করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যে নিরপেক্ষ নিরীহ পরাধীন শান্তিপ্রিয় জাতিগুলিকেও জ্বালাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে! নিজেরাও ধ্বংস হইতেছে, অন্যকেও ধ্বংস করিতেছে! তাহা দেখিয়া কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, যতদিন আমাদের স্বদেশের বাইরে কোন বিদেশ বিদ্যমান থাকিবে ততদিন আমরা পরাধীনই হই, আর স্বাধীনই হই, মানবতার গৌরব ও স্বাধীন সুখ শান্তির প্রকৃত অধিকারী আমরা হইতে পারিব না। জঙ্গলের বাঘ ভাল্লুক সাপ নেউলের মত স্বাধীনতা লাভ করিলেই আমাদের কি গৌরব বৃদ্ধি হইবে?

সুতরাং এই পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতার অধিকার নিয়া সুখ শান্তিতে বাস করিতে হইলে, আমাদিগকে—দুনিয়ার সকল মানুষকে—নিজেদের মধ্য হইতে অশান্তি-প্রসূ যাবতীয় অন্যায় বৈষম্য ও ভাগাভাগি উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং জগতের সকল মানুষকে লইয়া এক মহা মানব-জাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সকল মানুষে মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত না হইতে পারিলে—পৃথিবীতে এক অখণ্ড মানবতার প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আজ যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা মানব জাতিকে জ্বালাইয়া ভস্ম না করিয়া দিয়া কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না, হইতে পারে না।

অতএব আমাদের মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য শুধু অখণ্ড ভারত নয়, অখণ্ড মানবতা।

এই অখণ্ড মানবতার মহাবাণী লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ ছাঃ। হজরত মোহাম্মদ ছাঃ-ই দুনিয়ার ইতিহাসে সকলের প্রথম দুনিয়ার সকল নরনারীকে এক মহা অখণ্ড জাতীয়তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন এবং জগতবাসীর জন্য এমন এক স্বর্গীয় বিধান রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার প্রচার ও প্রচলন হইলে, মানুষে মানুষে আর লড়াই করিবে না, মানুষের জগত হইতে মারামারি কাটাকাটি চিরতরে রহিত হইয়া যাইবে।

তাঁহার প্রদত্ত বিধান বা শিক্ষা দ্বারা কি-ভাবে মানব-জগতের সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে, কি-ভাবে জগতে শান্তির স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার কতকটা আভাষ আমার পূর্ব্ববর্ত্তি "আর যুদ্ধ হইবে না" প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

এইখানে শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ আমাদিগকে এক ধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন যাহার মধ্যে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। আঁ-হজরতের প্রদত্ত ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মৌলিক সত্যতা ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তগণকে স্বীকার করে। হজরত মোহাম্মদ ছাঃ প্রদত্ত অর্থ-নীতির প্রচলনে অর্থের অস্বাভাবিক অসমতা দূর হইয়া স্বাভাবিক সমতা রক্ষা হয়, কাহার পক্ষে না খাইয়া মরিবার অভিযোগ থাকে না। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফার (ছাঃ) শিক্ষায় কোন বিশেষ বর্ণ বা গোত্র, ব্যবসা, কাজ বা চামড়ার রং মানুষের মধ্যে সম্মানের তারতম্য সৃষ্টি করে না। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃ-এর শিক্ষায় সকল মানুষই একই পরম পিতার সন্তান, অতএব ভাই ভাই। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃ-এর শিক্ষায় সবার চেয়ে মানুষ বড়, অতএব মানুষ "একমেবা দ্বিতীয়ম" পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর কারও কাছে মস্তক অবনত করিতে পারে না। আর কারও এবং আর কিছুরই পূজা করিতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃ-এর শিক্ষায় মানুষের ইহ-জীবনের পরপারে আরও অধিকতর চেতনাশীল, অধিকতর অনুভূতিশীল অনন্ত জীবন আছে, মানুষ দ্বেষ, হিংসা, অহিত ও অন্যায় হইতে দূরে থাকিয়া চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা তার স্রষ্টার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসিতে পারে এবং ইহ-জীবনেই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় পরম আনন্দময় নূতন অনুভূতিশীল জীবন লাভ করিতে পারে।

কিন্তু সেই পরম পিতার অন্য সন্তানদের সঙ্গে বিরোধ রাখিয়া কেহই তাহা লাভ করিতে পারে না।

অতএব দুনিয়ার সকল নরনারী নিয়া এক সম্মিলিত মহা মানব জাতির সৃষ্টি করার যাবতীয় উপকরণ হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃ-এর শিক্ষায় বিদ্যমান আছে।

দুনিয়াকে শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। এই প্রবন্ধের শিরোনামায় যে আহ্বানকারীর কথা বলা হইয়াছে আমাদের এই যুগে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সময়েই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তিনি আসিয়াই সেই মহা-মিলনের বাঁশী বাজাইয়াছেন।

তাই দুনিয়া ক্রমশঃ যেন সেই সুদূরের বাঁশীর সুরে নিজের মনের অসাক্ষাতে রক্তের নদী সাতরাইয়া সেই শান্তির সৈকত ভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আবার মনে হয় সেই দিন যেন আর বেশী দূরে নাই, যে দিন বিশ্ব স্রষ্টার সকল সন্তানের মিলিত কণ্ঠে গীত হইবে "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ" "একমেবা দ্বিতীয়ম", যে দিন বিশ্ব-স্রষ্টার সকল সন্তান পরস্পরের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভাব উপলব্ধি করিয়া পরম পিতার প্রাঙ্গনে অখণ্ড মানবতার সমতল ক্ষেত্রে একত্রিত হইবে।

---

## আহমদীর গ্রাহক গণের প্রতি

পুনঃ পুনঃ জানান সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক আহমদী সংক্রান্ত চিঠি পত্রাদি লিখিতে নিজ নিজ গ্রাহক সংখ্যার উল্লেখ করেন না। ইহাতে তাঁহাদের চাঁদা জমা দিতে, বা হিসাব দেখিতে বা ঠিকানা সংশোধন করিতে বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা গ্রাহকগণকে পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছি যে, আহমদী সংক্রান্ত চিঠি পত্রাদিতে গ্রাহক সংখ্যা জরুর উল্লেখ করিবেন। যদি কেহ উল্লেখ না করেন তবে তাহার ঠিকানা সংশোধন, বা হিসাব ঠিক রাখার জন্য আহমদী পত্রিকা দায়ী নহে।—ম্যানেজার, আহমদী।

# জগৎ আমাদের

## জেনারেল সেক্রেটারী

আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ যিনি বিগত এপ্রিল মাসে কাদিয়ান গমন করিয়াছিলেন সম্প্রতি ২রা জুলাই তারিখে ঢাকা পৌছিয়াছেন। তিনি কাদিয়ান থাকা কালে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের জন্য অনেক সুবিধা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন এবং আসিবার সময় নাটোর, গইবান্ধা এবং বগুড়াতে প্রাদেশিক আঞ্জোমন সংক্রান্ত অনেক কাজ করিয়া আসিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহার আগমন ও সমস্ত কাজে 'বরকত' ( আশীষ ) বর্ষণ করুন, আমীন।

## শ্রীহট্টে তবলীগ বা প্রচার

আমাদের অন্যতম ভ্রাতা মৌলবী আবু মোহাম্মদ ফজলুল করীম সাহেব—প্রেসিডেন্ট, জাম্বুরা আঞ্জোমনে-আহমদীয়া, জানাইয়াছেন যে, খোদাতা'লার ফজল বা অনুগ্রহে তাঁহার তবলীগের ফলে আসাম মুসলিম লীগের অন্যতম কর্ম্মী এবং শ্রীহট্ট ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বিশ্বস্ত মেম্বর মৌলবী মমতাজ আহমদ সাহেব বিগত ২৮শে জুন তারিখে আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও আলেমও বটেন। বন্ধুগণ তাঁহার 'এস্তেকামাত' বা বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

## ময়মনসিংহে তবলীগ বা প্রচার

আমাদের তাতারকান্দী আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট মৌলবী আবু হামীদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব ময়মনসিংহ জিলার বহু অংশে চিঠি-পত্রাদি, দেখা-সাক্ষাৎ এবং পুস্তকাদির সাহায্যে তবলীগ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দুইজন বিশিষ্ট লোক তাঁহার তবলীগাধীন আছেন। তাঁহারা আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের হেদায়ত বা সৎ-পথ লাভের জন্য দোয়া করিবেন।

## ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলায় তবলীগ

আমাদের অন্যতম অবৈতনিক কর্ম্মী মিয়া মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব সম্প্রতি ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া আহমদীয়তের বাণী পৌছাইয়াছেন। ফলে দুইজন লোক বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার তবলীগ বা প্রচার-কার্য্যে কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

## সরাইল 'তবলীগ ডে' বা প্রচার দিবস

বিগত ২৪শা হিজরত বা মে তারিখ অমোসলমানদের মধ্যে "তবলিগ দিবস" উপলক্ষে আমাদের উৎসাহী যুবক ভ্রাতা মাষ্টার আবদুল মোতালেব সরাইল ও কালিকচ্ছের বিভিন্ন এলাকায়, যথা—দত্ত পাড়া, নন্দি পাড়া, কালীর বাজার, রায়ের বাজার ও বনিক্য পাড়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া প্রায় ৩২ জন হিন্দু ভদ্রলোককে তবলীগ বা ইসলামের পয়গাম পৌছাইয়াছেন। যে-সকল গণ্যমান্য লোককে তিনি তবলীগ করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমে তিনি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে সম্মত হন নাই, কেননা তিনি তাঁহাকে বর্ত্তমান সাহায্য-প্রার্থী মোসলমান কারী-ফকীরদের শ্রেণী-ভুক্ত মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলেন তখন তিনি তাঁহাকে সম্মানের সহিত বসিবার স্থান প্রদান করিলেন এবং নিজ জরুরী কাজ রাখিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল শেষ যুগ ও শেষ যুগের অবতার সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আলোচনা করেন। তিনি হজরত মসিহ মাউদের ( আঃ ) ফটো দেখিয়া তিনি যে মহাপুরুষ হইবার উপযুক্ত পাত্র সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং হজরত মসিহ মাউদ ( আঃ ) ও তদীয় জমাতের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ এই মহান উদ্দেশ্যের সফলতার দ্বারা ভারতের ও জগতের কল্যাণ সাধিত হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করেন। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলোচনা হয়—যথা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনী নাথ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা রঞ্জন বেদশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ তলাপাত্র, শ্রীফনিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশুধাংশুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মোরারী বনিক। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত ও প্রভাবান্বিত হন।

## দোয়ার আবেদন

( ১ )

আমাদের অপর এক যুবক ভ্রাতা ত্রিপুরা জিলার দুর্গারামপুর নিবাসী মাষ্টার নুরুল-ইসলাম সম্প্রতি সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে ট্রেনিং-এ এলাহাবাদ আছেন। তিনি সমস্ত ভ্রাতাগণের নিকট সালাম ও দোয়ার আবেদন জানাইতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহার কৃতকার্য্যতা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করিবেন।

( ২ )

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে ত্রিপুরা জিলায় নবীনগর থানায় সাহবাজপুর গ্রামে মৌলবী জোনাবআলী সাহেব, রিটায়ার্ড সাব ইন্‌স্‌পেক্‌টর অব পুলিস, আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। খোদাতালার ফজলে তাঁহার উদ্যমে তথায় এক জমাত সৃষ্টি হইয়াছে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম কালঘরায়ও মৌলবী আহমদ হুসেন সাহেব নামক একজন শিক্ষিত যুবক আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই উভয় স্থানে অত্যন্ত মোখালেফাত বা বিরুদ্ধাচরণ হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। বন্ধুগণ উভয় স্থানের আহমদী ভ্রাতাগণের নিরাপত্তা, দৃঢ়তা, ও কৃতকার্য্যতার জন্য এবং বিরুদ্ধাচরণকারিগণের হেদায়ত বা সৎ-পথ লাভের জন্য দোয়া করিবেন।

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4 Bakshi Bazar, Dacca
Dated 15th July, 1942

## পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

আমাদের পটুয়াখালী আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট মৌলবী ফজলুল করীম বি, এল, সাহেবের পুত্র মিষ্টার এ, এন, এম, জাহেদ এবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার বাসনা রাখেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন এবং জমাতের জন্য তাহা কল্যাণময় করেন।

## শুভ বিবাহ

চট্টগ্রামের সুলতানপুর নিবাসী মৌলবী আশরফ আলী চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আমাদের অন্যতম ভ্রাতা মৌলভী আহসানউল্লাহ চৌধুরী সাহেবের শুভ বিবাহ বিগত ২৪শে জুন নাটোর নিবাসী মৌলবী আবুল আসেম খান চৌধুরী সাহেবের প্রথমা কন্যা, মোসাম্মত ফিরোজা বেগমের সহিত ৮০০৲ টাকা মোহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বন্ধুগণ তাঁহাদের ইহপরকালের মঙ্গলের জন্য দোয়া করিবেন।

## কলিকাতায় বিশেষ সভা

বিগত ২৮শে জুন কলিকাতা আহমদীয়া দারুৎ-তবলীগ হলে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সীমান্ত প্রদেশের মরদান জিলার জনৈক আহমদী ভ্রাতা সুবেদার খোশহাল খান সাহেবের হত্যায় যিনি জুমার নামাজ পাঠান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে কেবল ধর্ম্মীয় মতভেদের দরুণ জনৈক ধর্ম্মান্ধ গয়ের-আহমদী মোসলমান কর্ত্তৃক নিহত হন, গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাইয়া রিজলিউসন পাস করা হয়।

এতদ্ব্যতীত সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্টকে এবিষয়ে সত্বর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য এবং অপরাধীকে ধরিয়া যথোচিত শাস্তি প্রদানের জন্য এবং ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ যাহাতে না হয় এবং গবর্ণমেন্টের সমস্ত প্রজা স্বাধীন ভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন ও আচরণ করিয়া যাইতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাকীদ করিয়া আর একটি রিজলিউসন পাস করা হয়। উক্ত রিজলিউসনের কপি সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর, ভারতের গবর্ণর জেনারেল এবং বাংলার গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা হয়।

## তাহরিক-জদীদের চাঁদা-প্রাপ্তি
### ১লা জুন হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত

| | | |
|---|---|---|
| মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, রিটায়ার্ড ইন্‌স্‌পেক্টর পুলিস, পাবনা— | ৫৪৲ | ৮ম বর্ষ |
| „ আবদুর রাহমান খাঁ, বি, এল, ঢাকা— | ১॥০ | „ „ |
| „ মোহাম্মদ আমীর সাহেব, ডিব্রুগড়— | ॥০ | „ „ |
| মোসাম্মত মেহের উন্নেছা বেগম „ | ১৲ | „ „ |
| মৌলবী আনীসুর রাহমান সাহেব, বি, এল, বাজিতপুর— | ২॥০ | „ „ |
| „ আবদুল জব্বর সাহেব, বাজিতপুর— | ৩৵০ | „ „ |
| | ৫॥০ | ৭ম „ |
| „ সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম আলী সাহেব, সবরেজীষ্টার, রংপুর— | ২১৲ | ৮ম „ |
| „ গোলাম মৌলা খাদীম সাহেব, খড়মপুর— | ৫৲ | „ „ |
| „ শামসুর রাহমান খাদীম সাহেব, খড়মপুর | ৫২৸৵০ | |
| (প্রথম হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত) | ১৪৬৸৵০ | |

# আহমদীর ভিঃ পিঃ
## প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের প্রতি

যে-সকল স্থানীয় আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট সাহেবগণকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমান আহমদীয়ার বিগত মজলিসে-শুরার রিজলিউসন অনুযায়ী 'আহমদী' পাঠান হইয়াছে তাঁহাদের নিকট ১৫ই জুলাই সংখ্যা ভি, পি, করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছিল। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে তাহা আরো পনর দিনের জন্য স্থগিত রহিল।

কোন কোন প্রেসিডেন্ট সাহেব জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ফারুক বা সানরাইজের গ্রাহক আছেন বা হইতে চান, কিম্বা তাঁহাদের আঞ্জোমনে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট 'আহমদী' যায়। তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই যে, ফারুক বা সানরাইজ দ্বারা আহমদীর প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয় না, কারণ তাহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার খবর বা নোটিসাদি, বাংলায় তবলীগী প্রচেষ্টার সংবাদ এবং প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর মহোদয় ও সেক্রেটারী সাহেবগণের আপীল বা আদেশ নির্দ্দেশাদি থাকে না। অতএব ফারুক বা সানরাইজের গ্রাহক হওয়া সত্বেও প্রত্যেক আঞ্জোমনের পক্ষেই আহমদী রাখা নিতান্ত দরকার।

দ্বিতীয়তঃ কোন আঞ্জোমনে ব্যক্তিবিশেষ গ্রাহক থাকিলেও তাহাতে আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্টের গ্রাহক হইবার প্রয়োজন শেষ হয় না। অবশ্য সেই পত্রিকা যদি আঞ্জোমনের অর্থে বা প্রেসিডেন্ট সহ কয়েক জনে মিলিত ভাবে গ্রহণ করা হয় তবে সেই প্রয়োজন কতকটা নির্ব্বাহ হইতে পারে, নতুবা নয়। কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষ স্বাধীন ভাবে গ্রাহক হইয়া প্রেসিডেন্টকে পত্রিকা দিতে বা তাঁহার নিকট ইহার ফাইল রাখিতে বাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত আহমদীর অপর উদ্দেশ্য হইল তাহা লোকদিগকে পড়াইয়া তবলীগ করা। অপরের আহমদী দ্বারা এই উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে না। অতএব কোন আঞ্জোমনের ব্যক্তিবিশেষ গ্রাহক হইলেও প্রেসিডেন্টের গ্রাহক হওয়ার প্রয়োজন থাকিয়া যায়।

অতএব আশা করি, প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট সাহেবই, নিজ অর্থেই হউক বা স্থানীয় আঞ্জোমনের অর্থেই হউক বা কয়েকজনে মিলিত ভাবেই হউক, জরুর আহমদীর গ্রাহক হইবেন এবং নিজ নিজ চাঁদা ৩১শে জুলাই মধ্যে আহমদীর অফিসে পৌছাইয়া বাধিত করিবেন। **সেমতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের চাঁদার জন্য অপেক্ষা করিব। ইতিমধ্যে যদি তাঁহাদের চাঁদা না পাওয়া যায় তবে ৩১শে জুলাই সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ, পিঃ, করা হইবে, ইনশা-আল্লাহ।** আশাকরি, সকলেই ভিঃ, পিঃ, গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। **প্রকাশ থাকে যে, যাহাদের ভি, পি, ফেরত আসিবে তাহাদের নামে 'আহমদী' বন্ধ করা হইবে।** —ম্যানেজার, আহমদী।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B L. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).